তারিখ ... 24 DEC 2002

সংবাদ

চিঠিপত্র

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

পত্রিকায় শিক্ষার্থীদের পাতা কতটুকু নির্ভরযোগ্য

স্কুল-কলেজে পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তকের নোটবই প্রকাশ এবং বিক্রয় আইনত নিষিদ্ধ হলেও প্রতিটি শ্রেণীর সকল বিষয়ের নোটবই অবলীলায় প্রকাশিত হচ্ছে এবং বাজারেও প্রকাশ্যে কেনাবেচা হয়। এমনকি বছরের শুরুতেই দেখা যায়, পাঠ্যপুস্তক বাজারে আসার আগেই নোটবইয়ে বাজার সয়লাব হয়ে যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে নোটবই না কিনলে পাঠ্য বোর্ডের বই পর্যন্ত বিক্রয় করা হয় না। ফলে বাধ্য হয়ে ছাত্রছাত্রীরা বোর্ড বইয়ের সঙ্গে চড়াদামে অতীব নিম্নমানের নোটবই কিনে থাকে। এ সকল অবৈধ নোটবই বেচাকেনা যে কর্তৃপক্ষের অগোচরে ঘটে তাও ভাবার কোন অবকাশ নেই। কারণ কর্তৃপক্ষ বরাবরই এসব অবৈধ কারবার-সারবার দেখেও না দেখার ভান করে থাকেন। আর দেখে তাদের লাভটাই বা কি? বরং না দেখাই ভাল।

নোটবই বাজারে নিষিদ্ধ থাকলেও কেবল দৈনিক পত্রিকায় 'প্রাথমিক বৃত্তি, জুনিয়র বৃত্তি বা এসএসসি/এইচএসসি পরীক্ষার প্রস্তুতি' শিরোনামে যেসব বিষয়ের আলোচনা করা হয় তাতো নোট বইয়েরই নামান্তর। আর কোমলমতি ছাত্রছাত্রীরা এসবে আকৃষ্ট হয়ে এবং গোগ্রাসে গিলে পরীক্ষার জন্য নিজেদের তৈরি করার প্রয়াস পায়। অথচ পত্রিকায় প্রদত্ত বিভিন্ন নামিদামি স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের বরাতে দেয়া এসব সমাধান/নোট যে কতটুকু নির্ভরযোগ্য এবং প্রাসঙ্গিক সে বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ থেকেই যায়। যেমন গত ২৯-১১-০২ ইং দৈনিক প্রথম আলোর ১২ পৃষ্ঠায় '২০০৩ সালের এসএসসি পরীক্ষার প্রস্তুতি' শিরোনামে প্রকাশিত সুনামগঞ্জ সরকারি জুবিলী উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মো. জাহাঙ্গীর আলমের বাংলা ২য় পত্রের চিঠিপত্র সম্পর্কিত দু'টি চিঠির প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। সম্মানিত শিক্ষক পত্রিকায় কিভাবে চিঠিপত্র লিখতে হয় সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে দু'টি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ ১। তোমার এলাকায় বিদ্যুৎ বিভ্রাট নিরসনকল্পে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সংবাদপত্রে একটি চিঠি লিখ। আর প্রশ্নের উত্তরটি শুরু করা হয়েছে এভাবে—

বরাবর
সম্পাদক
দৈনিক ক
ঢাকা

বিষয় ঃ নিম্নোক্ত সংবাদটুকু পত্রিকায় প্রকাশ প্রসঙ্গে।

জনাব,

আপনার বহুল প্রচারিত দৈনিক পত্রিকায় আমার প্রেরিত সংবাদটুকু প্রকাশ করে বাধিত করবেন।

এখানে সম্বোধনে যথাযথ বিরাম চিহ্নের ব্যবহার নেই। তাছাড়া শুধুমাত্র একটি পত্রিকার নাম লিখে দিলেই কি চিঠি বিলি হবে নাকি ওই পত্রিকার পূর্ণ ঠিকানাও লেখতে হবে? এরপর প্রশ্নে বলা হয়েছে, সংবাদপত্রে একটি চিঠি লেখতে; কিন্তু উত্তরে লেখা হয়েছে 'সংবাদটুকু পত্রিকায় প্রকাশ' প্রসঙ্গে। সংবাদপত্রে 'চিঠি লেখা' আর 'সংবাদ' প্রেরণ যে এক জিনিস নয় তা সম্মানিত শিক্ষক মহোদয় বোধগম্য আছেন বলে মনে হয়নি। আর 'বিদ্যুৎ বিভ্রাটের অবসান চাই' শিরোনামে যে বক্তব্য লেখা হয়েছে তা এসএসসি পরীক্ষার্থীর জন্য মোটেও মানসম্মত নয়। মান যাই থাক না কেন প্রশ্নকর্তা যেহেতু চেয়েছেন 'চিঠি' আর উত্তরে লেখা হয়েছে 'সংবাদ'— এ শিরোনামের গরমিলের জন্য যদি উত্তরপত্রটি বিবেচনায় আনা না হয় বা নম্বর না দেয়া হয় তবে পরীক্ষককে দোষ দেয়া যাবে কি? অথচ কোমলমতি পরীক্ষার্থী কিন্তু এটুকু লিখেই সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্তির প্রত্যাশা নিয়ে হাসতে হাসতে হল থেকে বের হবে।

২য় প্রশ্নের উত্তরটি দেয়া হয়েছে আরও অভিনব। প্রশ্নে বলা হয়েছে— 'বৃক্ষরোপণ সপ্তাহ' পালনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য পত্রিকার সম্পাদক বরাবর একটি চিঠি লিখ। সম্বোধন আগের মতই, ঠিকানা ও যতি চিহ্নবিহীন। উত্তর অংশে লেখা হয়েছে, বিষয় ঃ পত্রিকায় 'বৃক্ষরোপণ সপ্তাহ' পালনের প্রয়োজনীয় বক্তব্যটুকু প্রকাশ প্রসঙ্গে। উত্তরের শিরোনামেই বলে দেয় বিষয়বস্তুতে অপ্রয়োজনীয় বক্তব্যও রয়েছে। এখানে পত্র লেখক যদি চিহ্নিত করে না দেন কোনটি প্রয়োজনীয় এবং কোনটি অপ্রয়োজনীয় বক্তব্য তাহলে সম্পাদক সাহেব কি কষ্ট করে তা বাছতে যাবেন?

দ্বিতীয় চিঠির বক্তব্য ও এসএসসি পরীক্ষার্থীর জন্য মোটেও মানসম্মত নয়। তাছাড়া সংবাদপত্রে চিঠি লিখতে বক্তব্য প্রাসঙ্গিক এবং সুস্পষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। পত্রিকা এবং পত্রলেখকের পুরো ঠিকানাও বর্জিত। এসব ভুল ও নিম্নমানের উত্তর পরিবেশন কোমলমতি শিক্ষার্থীদের শুধু পাঠ্যপুস্তক বিমুখই করবে না বরং পরীক্ষার কাঙ্ক্ষিত নম্বর পাওয়া থেকেও বঞ্চিত করবে। কাজেই এসব সমাধান দিয়ে শিক্ষার্থীদের বিভ্রান্ত না করাই কি ভাল নয়।

ভারতী সরকার
আমলাপাড়া
ময়মনসিংহ।